দৈনিক ইনকিলাব 52

তারিখ ...20 AUG 1997... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮......

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে

সামছুল ইসলাম।। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভ্রান্ত নীতির কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। রাতারাতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচী পরিবর্তন করায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরা বিপাকে পড়েছে। একই সময়ে একই ভবনে দু'টি বিদ্যালয় চালু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে ২০০৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙ্গে যাবে। নির্ভরযোগ্য সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। সূত্রমতে গত ১০ জুলাই ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ঢাকা জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান গত ২০ জুলাই থেকে একই সময়ে চালুর নির্দেশ দিয়েছে। গত ২০ জুলাই থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত্রুটিপূর্ণ পাঠদান সময়সূচী চালু করায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা চরম বিপাকে পড়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিদিন ২ শিফটে পাঠদান চালু ছিল। প্রথম শিফটে শিশু শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত আড়াই ঘন্টা। শিক্ষক সংখ্যা অনুসারে ছাত্র-ছাত্রী বন্টন করে পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় শিফটে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ৪ ঘন্টা ৪৫ মিনিট পাঠদান করা হত। বর্তমান আদেশ বলে প্রথম শ্রেণী থেকে

(৭-এর পাতায় দেখুন)

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত এক সাথে পাঠদান করা হচ্ছে। এতে শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রী সংকুলান হচ্ছে না। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত একটানা ৬ ঘন্টা বিদ্যালয়ে শিশুদের ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। স্কুল পলায়ন ও অনুপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের কর্মজীবী শিশুরা লেখাপড়া বন্ধ করে দিচ্ছে। সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাইমারী সেকশনে পাঠদানের সময়সূচী সাড়ে ৩ ঘন্টা। সেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী পড়ানোর সময়সূচী রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর গত ২০ জুলাই থেকে নতুন পাঠদান সূচীতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী বই পড়ানো বাদ দিয়েছে। ফলে শিক্ষকরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী বই পড়াতে পারছে না। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ও ইংরেজী গ্রামার পড়ানোর জন্য কোন বই পাঠ্য করা হয়নি, অথচ তাদের ইংরেজী গ্রামার ও বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষকরা পাঠদানের ক্ষেত্রে বিপাকে পড়েছে। বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে সর্বাধিক। অথচ তাদের পাঠদানের কোন বিষয়বস্তু ক্লাস রুটিনে রাখা হয়নি। একই বিদ্যালয়ে একই সাথে ২টি শিফটের ক্লাস শুরু হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। একটানা ৬ ঘন্টা ক্লাস শুরু হওয়ায় একজন অভিভাবককে প্রতিদিন ৪ বার বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে। ১৯ জুলাই পর্যন্ত বৃহস্পতিবার বিরতির পর দুপুর ১টার পর সকল বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যেতো। রাতারাতি এই নিয়ম পাল্টিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার ১টার বিরতির পর ২টা থেকে ২টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্লাসে সামাজিক কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সামাজিক কাজের ধরনটা কি হবে, তা উল্লেখ করা হয়নি। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিরতির পর পুনরায় বিদ্যালয়ে গিয়ে কথিত সামাজিক কাজের পরিবর্তে গল্প-গুজব করে সময় কাটাচ্ছে। তাদের সময় ও অর্থ দু'টিই অপচয় হচ্ছে।

গত ৪ আগস্ট ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, তড়িঘড়ি করে এক অফিস আদেশে নগরীর ৪৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান সময়সূচী পরিবর্তন করেছেন। এই পাঠদান সময়সূচী নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা চরম বিপাকে পড়েছেন। এই পাঠদান সময়সূচী অনুযায়ী প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত ক্লাস করতে হয়। তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সোয়া ৪টা পর্যন্ত ক্লাস করতে হচ্ছে। গত ৬ আগস্ট থেকে এই পাঠদান সময়সূচী চালু করা হয়। দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে ১ ঘন্টা বিরতি দেয়া হচ্ছে। অথচ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় দুপুর সাড়ে ১২টায় দুপুরের খাবার রান্না করা সম্ভব হয় না। ফলে বিরতির সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বাসায় ছুটে গিয়ে খাবার না পেয়ে ক্ষুধার্তাবস্থায় বিদ্যালয়ের ক্লাসে অংশ নিচ্ছে। প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্ম বই পাঠ্য করা হয়নি। অথচ সকাল ১১টা ৫৫ মিনিট থেকে তাদের ধর্ম শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়ক বই পড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে শিশুদের শিক্ষা দিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা হিমশিম খাচ্ছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত শিখানোর কোন শিক্ষক নেই। অথচ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সংগীত ক্লাস নেয়ার নির্দেশ দেয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা গান শেখাতে সক্ষম হচ্ছে না। সংগীত শেখানোর জন্য বিদ্যালয়ে বাদ্যযন্ত্রও সরবরাহ করা হয়নি। বুধবার বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিট থেকে সংগীত, আবৃত্তি, কবিতা, অভিনয় ও বিতর্ক ক্লাস শেষে বাংলা, গণিত, ইংরেজী ও সমাজ বিজ্ঞানের ওপর মূল্যায়ন ক্লাস নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পূর্বে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের সময় ছিল ২ ঘন্টা। এখন তা বাড়িয়ে ৩ ঘন্টা করা হয়েছে। এতে যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদান ব্যাহত ও শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে।